প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা

ইয়োব ১২-১৪

''*ইয়োব বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে না। ঈশ্বর তাকে বিভিন্ন ধনে ধনবান করেছেন, তাই সে সিদ্ধতা ও সরলতা বজায় রেখে ঈশ্বরভয়শীল, কুক্রিয়াত্যাগী জীবন যাপন করে চলেছে*'' - এই ছিল শয়তানের যুক্তি (১:৯-১১; ২:৪-৬)। কিন্তু শয়তানের এই মিথ্যা যুক্তিকে ভুল প্রমাণিত করতে ঈশ্বর ''*অকারণে ইয়োবকে বিনষ্ট করতে শয়তানের দেওয়া প্রবৃত্তিকে*'' (২:৩) পর্যন্ত অনুমোদন করেছিলেন। ফলস্বরূপ, ইয়োব তার সমস্ত পশুপাল ও তার ১০ পুত্র-কন্যাকে একদিনে হারায়; কিন্তু ইয়োব ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবার পরিবর্তে ''*সদাপ্রভুর নাম ধন্য*'' (১:২১) স্বীকারোক্তি করেন। তখন শয়তান ইয়োবের সম্পূর্ণ শরীর কুষ্ট রোগের ন্যায় ফোঁড়ায় পূর্ণ করে, ইয়োব বাধ্য হয়ে লোকালয় ছেড়ে ছাই-এর উপর বসে মালশা দিয়ে শরীর ঘষতে থাকে। তখন তার স্ত্রী পর্যন্ত ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবার কথা বললে, ইয়োবের উত্তর ছিল, ''*আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে মঙ্গলই গ্রহণ করব, অমঙ্গল গ্রহণ করব না?*'' (২:১০)। শয়তান কিন্তু এতেও ক্ষান্ত হয়নি, আধ্যাত্মিক বা মানসিকভাবে ইয়োবকে ভেঙ্গে ফেলার দ্বারা ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করতে শয়তান বিদেশ থেকে ইয়োবের ৩ বন্ধুকে ডেকে এনেছে। এরা ইয়োবের বন্ধু হয়েও, ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা মুখে বলেও, প্রকৃতপক্ষে শয়তানের চর হয়ে শয়তানের যুক্তিকে সত্য প্রমাণের চেষ্টা চালাছে। অবশ্য, উপরে উপরে তাদের কথা শুনে, তাদের মনের কথা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। অবশ্য, শেষ অধ্যায়ে, ঈশ্বরই তাদের ভুল ধরিয়ে দেবেন (৪২:৭-৯)।

এদেরই মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, সোফরকে আমরা গত সপ্তাহে দেখেছি, যে আত্ম-ধার্মিকতার মুখোশ পরে ইয়োবকে বলেছে, নিজের অপরাধ স্বীকার না করে কোনও লাভ নেই, ''*কারণ ঈশ্বর মিথ্যা (ভণ্ড) লোকদের জানেন, আলোচনা না করেও তিনি অধর্ম দেখতে পান*'' (১১:১১)। এমন পরিস্থিতিতে, আপনি বা আমি হলে হয়তো এমন কথা বলতাম, ''*ঈশ্বর এমন বদনাম পাবার জন্যই কি আমি এতকাল তোমাকে ভয় করে সিদ্ধ, সরল ও সৎ জীবন-যাপন করেছিলাম?*'' কারণ, ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তম বিষয় পাবার ধান্দায়, নিজের আখের গোছাবার আশায় আমরা ঈশ্বর-ভক্তির ভান করি। আমরা এতই বোকা যে আমরা ভুলে যাই, আমাদের ঈশ্বর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তথা দৃশ্য-অদৃশ্য যা-কিছু আছে, সমস্তের একমাত্র প্রভু, কিন্তু তিনি আমার সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাকে জানেন ও ভালোবাসেন। এমন ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু পাবার ধান্দায় তার সেবা করা বা ঘুষ দেবার চিন্তা কি মুর্খের কাজ নয়। আমরা ঈশ্বরের সেবা করি, কিছু পাবার ধান্দায় নয়; কিন্তু যে একমাত্র কারণে, তা হল, **তিনি ঈশ্বর, তিনি সমস্ত ধন্যবাদ ও গৌরব ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্যায়ে যুগে যুগে পাবার যোগ্য** (প্রকাশিত বাক্য ৭:১২)।

ইয়োব কিন্তু আমাদের মতো খেলো উত্তর দেয়নি। কারণ সে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব কী, তা জানত। ১২-১৪ অধ্যায়ে, ইয়োব সোফরের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছে, আজ আমরা সেগুলি উপলব্ধি করার চেষ্টা করব। ইয়োব তার উত্তরের শুরুতেই **সোফরের দোষারোপকে অস্বীকার করেছে এবং নিজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজের উপলব্ধিকে পুনরায় প্রকাশ করেছে**। তার বন্ধুরা ইয়োবের প্রতি যা যা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে সব জানে না, তাই ইয়োবের দৃষ্টিকোণকে অবহেলা করলে ঠিক হবে না। প্রথমেই, ইয়োব তার বন্ধুদের জ্ঞানকে আক্রমণ করে বলেছে, তারা সমস্ত বিষয় না জেনে যে সমস্ত কথা বলছে, তাতে তাদের সঙ্গে জ্ঞানেরও মৃত্যু ঘটবে (১২:২)। তারপরেই ইয়োবের যুক্তি, ***"তোমাদের মতো আমারও বুদ্ধি আছে"*** (৩ পদ)। ইয়োব তার নিজের বর্তমান পরিস্থিতি ভালো করে জানে, ***"সে সকলের হাস্যাস্পদ, একদিন যার প্রার্থনায় ঈশ্বর উত্তর দিতেন, আজ সে হাস্যাস্পদ"*** (৪ পদ)। এই কথা বারংবার ইয়োব ৫-১২ পদে উল্লেখ করেছে।

এরপর ইয়োব **ঈশ্বরের জ্ঞান ও ক্ষমতার কথা** ১২:১৩-১৩:১ পদ পর্যন্ত বর্ণনা করেছে। প্রকৃতিতে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

মানুষের সমাজে, ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে (১৫-২৫) ঈশ্বরের ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। এর দ্বারা, ইয়োব সোফরকে বলতে চাইছে, ঈশ্বরের জ্ঞান বা ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাকে শিক্ষা দেবার কোনও প্রয়োজন নেই; কারণ আমি তা খুব ভালো করে জানি।

আমি জানি তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তোমরা যা জানো, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমিও তা জানি; কারণ তা আমি নিজের কানে শুনেছি, নিজের চোখে দেখেছি (১৩:১)। কিন্তু এই জ্ঞান আমার এই পরিস্থিতিতে কী করছে? তাই, তোমাদের ঐ সমস্ত মিথ্যা বানানো কথার (৪ পদ) উত্তর দেবার পরিবর্তে, স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে আমি আবেদন করতে চাই (৩ পদ)। তাই, ইয়োব তার বন্ধুদের বলেছে, "***নীরব হও; আমাকে ছাড়, আমিই বলি, আমার যা হয় হোক***" (৫, ১৩ পদ)।

এরপর, ইয়োব তার নিবেদনে ঈশ্বরকে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেছে (১৪-১৯ পদ)। ২০-২১ পদে, ইয়োব ঈশ্বরের কাছে ২টি বিনতি করেছে, "***তোমার হাত আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নাও***" এবং "***তোমার ভীষণতা আমাকে ভীত না করুক।***" ১৩ অধ্যায়ের শেষাংশে, ইয়োব ঈশ্বরকে তার কাছ থেকে মুখ লুকাতে নিষেধ করে, ঈশ্বরের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তরের সুযোগ চেয়েছে। কারণ, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন সমস্ত বিষয়, তিনি আরও জানেন যে ইয়োব নির্দোষ। তাই, বন্ধুদের সঙ্গে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে ইয়োব কথা বলতে চাইছে।

১৪ অধ্যায়ে, আবার ইয়োবের উপর **হতাশার ঘন-কালো মেঘের ছায়া** এসে পড়েছে। গাছকে কাটা হলেও, তা থেকে পাতা বা শাখা বের হবার সম্ভাবনা থাকে (১৪:৭), কিন্তু ইয়োবের নিজের প্রতি এমন কোনও আশা নেই। অবশ্য, এর মধ্যে ১২-১৭ পদে, সামান্য আশার আলো আমাদের চোখে পড়ে। "***মানুষ মরে যাবার পর কি পুনরায় জীবিত হবে? . . . আমি সমস্ত দিন অপেক্ষা করব, যে পর্যন্ত আমার দশান্তর না হয়। পরে তুমি আমাকে ডাকিবে, ও আমি উত্তর দেব। তুমি তোমার নিজের হাতে গড়া, এই আমার প্রতি মমতা করবে।***" অর্থাৎ, এই ৩টি অধ্যায়ে, ইয়োবের উত্তরের মধ্যেও, একইভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, এখানেও শয়তানের যুক্তি মিথ্যা প্রমাণিত।

এই ৩ অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয় থেকে আমরা যদিও ইয়োবের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি, আজ আমি তাদের মধ্যে থেকে মাত্র ১টি বিষয় আলোচনা করতে চাই। পরিবেশ বা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে, বিশ্বাসী আমরা কীভাবে সেই বিপত্তিকে আমাদের প্রত্যাবর্তনের উপায়ে রূপান্তরিত করতে পারি, তা ইয়োব আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে আমি মূলত ১৩:১৫ পদকে নির্দেশ করতে চাই, "***যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁর অপেক্ষা করব; কিন্তু তাঁর সামনে আমি নিজের পথের সমর্থন করব।***"

১। আস্থা: পরিস্থিতির অবনতিকে প্রত্যাবর্তনের উপায়ে রূপান্তরিত করার **প্রথম ধাপ** হল "**সর্বদা ঈশ্বরে আস্থা রাখা।**" এই পদে ইয়োব আমাদের বলছেন যে, ঈশ্বর ইয়োবের প্রতি যা-ই করুন না কেন, বা ঘটতে অনুমতি দিন, ইয়োব কখনও ঈশ্বরে আস্থা ছাড়বে না, "***যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁর অপেক্ষা করব।***" এ শুধু ইয়োবের কথার-কথা নয়, কিন্তু বাস্তব; এ বিষয়ে ইয়োব আমাদের কাছে জ্বলন্ত উদাহরণ। ইয়োবের প্রতি যে মারাত্মক দুর্দশা ঘটেছে, তা সার্বভৌম ঈশ্বরের অনুমতিতেই ঘটেছে। তা সকলেই জানে, "***এ সকল দেখে কে না জানে যে, সদাপ্রভুরই হাত এ সকল সম্পন্ন করেছে***" (১২:৯)। উন্নতি বা প্রাচুর্য বলতে আমরা যা বুঝি, ইয়োব সেই ৩টি বিষয়ই হারিয়েছিল। (ক) ধন-সম্পত্তি (১:১৪-১৭), (খ) সন্তান-সন্ততি (১:১৮-১৯), (গ) স্বাস্থ্য (২:১-৮)।

এমন ঘটনাগুলির মধ্যে কেবল ১টি বিষয়ও যদি সাধারণ মানুষ, আমাদের প্রতি ঘটে, আমরা ঈশ্বরকে শাপ দিয়ে থাকি, "*বেকার বেকার তোমাতে বিশ্বাস করেছি, ঈশ্বর বলে কেউ নেই; ঈশ্বর থাকলে কখনও এমন হতে পারে না, . . .।*" কিন্তু তার প্রতি এই ৩টি বিষয় ঘটার পরও ইয়োবের উক্তি, "***যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁর অপেক্ষা করব।***" অর্থাৎ, নিজের জীবন থেকেও ঈশ্বরে আস্থা ইয়োবের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসী দাউদও তাই স্বীকার করেছে, "***কারণ তোমার দয়া জীবন হইতেও উত্তম***" (গীত ৬৩:৩)।

আজ আমরা যখন ইয়োব বা দাউদের কাছ থেকে এমন কথা শুনি, তখন তা কি আমাদের হৃদয়কে শেলবিদ্ধ করে? আমরা কি ইয়োব বা দাউদের মতো ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে, জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে তাঁতে আস্থা রাখতে বদ্ধপরিকর? এর অর্থ, এমন কথা বলা, ''*ঈশ্বর, তুমি আমার সমস্ত নিয়ে নিলেও, আমি তোমাতে আস্থা হারাব না,*'' বা *''ঈশ্বর, আমি আমার জীবনে যত দুঃখ পাই-না-কেন, আমি তোমাতে আস্থা হারাব না,''* বা *''ঈশ্বর, তুমি আমার প্রতি যা-ই কর-না-কেন, আমি তোমাতে সর্বদা আস্থা রাখব,''*বা *''ঈশ্বর, তুমি আমার প্রতি যে বিচার-নিষ্পত্তি কর-না-কেন, আমি তোমাতে আস্থা রাখব।''*

কেবল বিশ্বাসী আমরা নই, এমন স্বীকারোক্তি চরম শত্রুর হৃদয়েও করাঘাত করে। কারণ, এ স্বীকারোক্তি হল **ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করা**, যেমন পিতর যীশুকে স্বীকার করে বলেছিল, ''*আপনি সেই খ্রীস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র*'' (মথি ১৬:১৬)। যীশু তখন পিতরকে বলেছিলেন, ''*এই স্বীকারোক্তির উপর আমি নিজের মণ্ডলী গাঁথিব, আর নরকের দরজা সকল তার বিপক্ষে প্রবল হবে না*'' (মথি ১৬:১৮)। অর্থাৎ, আমরা যখন ইয়োবের মতো ঈশ্বরে আস্থা রাখার জীবন-যাপন করি, তখন দিয়াবল কখনও মণ্ডলীর অগ্রগতিকে থামাতে পারে না। এর অর্থ, (ক) সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বা শারীরিক বিপত্তির দ্বারা শয়তান আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে আঘাত করতে পারে না। (খ) উড়িষ্যা, কর্নাটক, বিহার বা মধ্যপ্রদেশের খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের প্রতি অত্যাচার ও তাড়না (অগ্নিসংযোগ, বলাৎকার, হত্যা) প্রকৃত-বিশ্বাসীদের ঈশ্বর-ভয় থেকে সরাতে পারবে না। (গ) সন্ত্রাসবাদীদের রণহুঙ্কারও আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস ধ্বংস করতে পারবে না। (ঘ) বিবর্তনবাদ, সাম্যবাদ বা মানবতাবাদের (যা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে, মানুষ সব করতে পারে বলে) মগজ-ধোলাই কখনও আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসকে মুছে দিতে পারবে না।

বিশ্বাসী আমাদের দ্বারা এমন বিশ্বাসে জীবন যাপন সম্ভব, কারণ *''খ্রীস্টের সঙ্গে আমি ক্রুশারোপিত হয়েছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীস্টই আমাতে জীবিত আছেন . . .''* (গালা ২:২০)। পৌলের ন্যায় আমরাও যখন স্বীকার করি যে, আমরা ইতিমধ্যে মৃত, তখনই আমাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য কেবল ঈশ্বরে আমরা আস্থা রাখতে পারি।

২। প্রার্থনা: পরিস্থিতির অবনতিকে প্রত্যাবর্তনের উপায়ে রূপান্তরিত করার দ্বিতীয় ধাপ হল ''**সর্বদা প্রার্থনা করা**।'' এই পদের শেষাংশে ইয়োব বলেছে, ''*কিন্তু আমি তাঁর সামনে নিজের পথের সমর্থন করব*।'' এর অর্থ, ইয়োব নিজের হৃদয়ের কথা ঈশ্বরের সঙ্গে বিনিময় করতে চাইছে। নিজের পরিস্থিতির কথা ঈশ্বরকে জানিয়ে, তার থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে- তার মানে প্রার্থনা।

ইয়োব এতখানি আত্মবিশ্বাসে এমন কথা বলতে পেরেছে, তার কারণ ইয়োব ঈশ্বরকে জানতেন, ইয়োব সেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে জীবন যাপন করেছেন। তাই, ১৬ পদে ইয়োব বলেছে, ''*পামর তাঁর সামনে আসে না*।'' আমরাও যেন এ বিষয়টি মাথায় রাখি। আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস যেন কেবল মুখের কথা না হয়, কারণ ''*আমাদের অপরাধ সকল তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ তৈরি করে*'' (যিশাইয় ৫৯:২); ''*ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বর-ভক্ত হয়, আর তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তিনি তার কথা শোনেন*'' (যোহন ৯:৩১)।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যখন আমরা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যাই, তখন যেন মণ্ডলীতে, সাণ্ডেস্কুলে বা প্রার্থনাসভায় যাওয়া বন্ধ না করি, বাইবেল পড়া বন্ধ না করি, পরিবর্তে প্রার্থনা করি, তাঁর ইচ্ছা আরও বেশি পালন করি। স্মরণে রাখি যে *''পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীস্ট''* (১ যোহন ২:১)।

আসুন, ইয়োবকে অনুসরণ করে আমরাও আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মোকাবিলা করি। আমরাও ইয়োবের মতো বলি, **''আমার প্রতি যা-ই ঘটুক-না-কেন, আমি সর্বদা ঈশ্বরে আস্থা রাখব। আমার সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সর্বদা ঈশ্বরের অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে বিনতি নিয়ে উপস্থিত হব।''**